দৈনিক ইত্তিফাক

তারিখ ... APR. 1 0 1999
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

151

কারমাইকেল কলেজে ৩৬টি পদ শূন্য ঃ শিক্ষাক্রম ব্যাহত

রংপুর, ৯ এপ্রিল (জেলা সংবাদদাতা) ঃ রংপুর উত্তর জনপদের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সরকারী কারমাইকেল কলেজে দীর্ঘদিন থেকে ভাইস প্রিন্সিপালের পদসহ ৩৬টি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য রয়েছে। ফলে কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে চরমভাবে। জানা গেছে, ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠে কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগে পাস কোর্সসহ ১৪টি বিষয়ে অনার্স এবং ১৫টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নরত প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর সঠিকভাবে পাঠদানের নিমিত্তে অধ্যক্ষ ও ভাইস প্রিন্সিপালসহ মোট ১৬৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ রয়েছে কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে এ কলেজে ভাইস প্রিন্সিপালসহ ৩৬টি গুরুত্বপূর্ণ পদে শিক্ষক-শিক্ষিকা না থাকায় শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছে। তাদের লেখাপড়া বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে চরমভাবে। অথচ দীর্ঘদিন থেকে এ অবস্থায় চলতে থাকলেও বিষয়টি নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। বিভাগ অনুযায়ী শূন্য পদের সংখ্যা হচ্ছে বাংলা বিভাগে ১৩টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ৩টি। ইংরেজী বিভাগে ১৩টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ৩টি। আরবী ও ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের ২টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১টি, ইতিহাস বিভাগের ১২টি পদের মধ্যে ৩টি, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ১২টি পদের মধ্যে ৪টি, দর্শন বিভাগে ৭টি পদের মধ্যে ২টি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ১২টি পদের মধ্যে ৪টি, অর্থনীতি বিভাগে ১২টি পদের মধ্যে ১টি, পদার্থ বিদ্যায় ১৫টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১টি, রসায়ন বিভাগে ১৪টি পদের মধ্যে ২টি, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগে ১৪টি পদের মধ্যে ২টি, প্রাণীবিদ্যা বিভাগে ১৩টি পদের মধ্যে ৫টি, ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১২টি পদের মধ্যে ৪টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য এসব পদের মধ্যে অনেকেই অবসর নেয়াসহ বদলি হওয়ার ব্যাপারটাই অন্যতম। এসব পদের শিক্ষকগণ অবসর নেয়ার দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নতুন করে ঐসব পদে শিক্ষক নেয়া হচ্ছে না। এছাড়া অনেকেই বদলি হয়ে অন্যত্র যাওয়ার দীর্ঘ দিন পেরিয়ে গেলেও ওই সমস্ত শূন্য পদ নতুন করে পূরণ করা হচ্ছে না। এছাড়া কলেজের অনেক শিক্ষক প্রায়ই ছুটিতে থাকেন। অনেকে আবার বিভিন্ন প্রশিক্ষণে কলেজের বাইরে অবস্থান করায় এই শূন্য পদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে যে সমস্ত শিক্ষক থাকেন তাদের একজনকেই প্রতিদিন গড়ে ৪/৫টি ক্লাস নিতে হয়। এতে করে ওই শিক্ষকের সময় মেনে চলা সম্ভব হয় না। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও সময় মত ক্লাস করতে পারে না। এতে করে নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। যার প্রভাব পড়ছে পরবর্তীতে পরীক্ষার ওপর।